ডিসেম্বরেই চালু ই-পাসপোর্ট

চলতি ডিসেম্বরেই শুরু হতে যাচ্ছে ই-পাসপোর্টের (ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট) কার্যক্রম। এরই মধ্যে তিন ধরনের ফির বিধান রেখে ই-পাসপোর্টের ফি নির্ধারণ করেছে সরকার। ই-পাসপোর্টের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সত্যায়ন করতে হবে না। এমনকি ছবি সংযোজন ও তা সত্যায়ন করারও দরকার হবে না। তবে পাসপোর্ট পেতে থাকতে হবে জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি।

ই-পাসপোর্টের পৃষ্ঠাসংখ্যা, মেয়াদকাল, বিতরণের ধরন অনুসারে ভ্যাট ছাড়া সর্বনিম্ন ফি তিন হাজার ৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ফি ১২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে পাসপোর্টের জরুরি ফি ভ্যাটসহ তিন হাজার ৪৫০ টাকা এবং অতি জরুরি ফি ভ্যাটসহ ছয় হাজার ৯০০ টাকা।

ই-পাসপোর্ট চালুর সব কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে। সময় নির্ধারণ করে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি নিয়েই তারিখ নির্ধারণ করা হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ই-পাসপোর্ট চালু হওয়ার কথা ছিল গত জুলাই মাসে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যেই বর্তমানে প্রচলিত মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের (এমআরপি) বই সংকট দেখা দেয়। ফলে সারা দেশে জরুরি পাসপোর্ট পেতেও বিলম্ব হয়। পরবর্তী সময়ে সরকার জরুরি ভিত্তিতে বিদেশ থেকে পাসপোর্ট বই সংগ্রহ করেছে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগন অনুবিভাগ) মোহাম্মদ আজহারুল হক কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন। সেগুলো দিয়ে এখনো এমআরপির কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, ডিসেম্বর মাসে ই-পাসপোর্ট চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের তারিখ যেদিন পাওয়া যাবে সেদিনই উদ্বোধন করা হবে। আরেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ই-পাসপোর্ট ও এমআরপি দুটিই চালু থাকবে। নাগরিকরা যে ধরনের পাসপোর্টের জন্য আবেদন করবে, তাদের সেই পাসপোর্টই সরবরাহ করা হবে।

ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে চার হাজার ৫৬৯ কোটি টাকা। এ পাসপোর্ট চালুর জন্য জার্মানির সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে অনেক আগেই। তাদের কারিগরি সহযোগিতায় ই-

পাসপোর্ট চালু হতে যাচ্ছে।

ই-পাসপোর্টের মেয়াদ হবে পাঁচ ও ১০ বছর। পাসপোর্টের পৃষ্ঠাসংখ্যাও হবে দুই ধরনের, ৪৮ ও ৬৪ পৃষ্ঠা। নতুন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বিতরণের পদ্ধতি তিন ধরনের—সাধারণ, জরুরি ও অতি জরুরি। দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিলে এবং অন্যান্য তথ্য সঠিক থাকলে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে ২১ কর্মদিবসের মধ্যে। জরুরিভাবে পাসপোর্ট আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিলে এবং অন্যান্য তথ্য ঠিক থাকলে সাত কর্মদিবসের মধ্যে পাসপোর্ট দেওয়া হবে। অতি জরুরি পাসপোর্ট ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে পাসপোর্টের আবেদনকারীকে নিজ উদ্যোগে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ সংগ্রহ করে আবশ্যিকভাবে আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে। তবে পুরনো অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট নবায়নের ক্ষেত্রে অতীব জরুরি পাসপোর্ট দুই দিনে, জরুরি পাসপোর্ট তিন দিনে এবং সাধারণ পাসপোর্ট সাত দিনের মধ্যে দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে আবেদনকারীদের জন্য ৪৮ পৃষ্ঠার পাঁচ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি তিন হাজার ৫০০ টাকা, জরুরি ফি পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা ও অতীব জরুরি ফি সাত হাজার ৫০০ টাকা এবং ১০ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি পাঁচ হাজার টাকা, জরুরি ফি সাত হাজার টাকা ও অতীব জরুরি ফি ৯ হাজার টাকা। এ ছাড়া ৬৪ পৃষ্ঠার পাঁচ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা, জরুরি ফি সাত হাজার ৫০০ টাকা ও অতীব জরুরি ফি ১০ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১০ বছর মেয়াদি সাধারণ ফি সাত হাজার টাকা, জরুরি ফি ৯ হাজার টাকা ও অতীব জরুরি ফি ১২ হাজার টাকা।

ই-পাসপোর্ট করতে যা লাগবে: ই-পাসপোর্টের আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) বা জন্ম নিবন্ধন সনদ (বিআরসি) অনুযায়ী। অপ্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের কম) আবেদনকারী, যার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নেই, তার মা-বাবার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
সুত্র-কালের কণ্ঠ

মেহেরপুরে বোমা আতঙ্কে দুইদিন ধরে পাহারায় ছিলো পুলিশ

মেহেরপুর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সামনে পড়ে থাকা সার্কিটযুক্তযুক্ত বোমাটি দুইদিন ধরে পুলিশ ঘিরে রাখার পর গতকাল শনিবার সকালে নিস্ক্রিয় করা হয়েছে।

এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে ঢাকা থেকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের দু’টি দল মেহেরপুর আসে।

পরিদর্শক মোদাচ্ছের কাউছারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বোমা বিশেষজ্ঞ দল ও পরিদর্শক ইসরাফিল ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের অপর একটি তদন্ত দল ঘটনাস্থলে আসে। সকাল ৮টার দিকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের পরিদর্শক ইসরাফিল ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের তদন্ত দল কাজ শুরু করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর পরিদর্শক মোদাচ্ছের কাউছারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বোমা বিশেষজ্ঞ দল বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটান। এসময় বিকট শব্দে এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

তবে মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম তাৎক্ষণিক ভাবে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন এটি বোমা ছিল না। সার্কিটের সঙ্গে ডিভাইস থাকায় নেগেটিভ-পজেটিভ এক হওয়ায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটেছে। এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই কে কারা এ কাজ করেছে। ডিভাইসযুক্ত সার্কিটের ভেতর বালু ছিল।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান ফটকের পাশে একটি ব্যাগের মধ্যে ডিভাইসযুক্ত বোমাটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে থানা পুলিশ ওই দিন থেকেই ঘিরে রাখে ঘটনাস্থল। এর মধ্যে র্যাবের বোমা বিশেষজ্ঞ দল খুলনা থেকে এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

তবে তাদের কাছে এ ধরনের বোমা নিষ্ক্রিয় করার কোনো যন্ত্র না থাকায় তারা ফিরে যান। পরে ঢাকা থেকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের দু’টি বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে আসে। এদিকে বোমার ব্যাগটির পাশেই আনসারুল্লাহ ইসলামী জঙ্গি সংগঠন লেখা একটি চিরকুট পাওয়া যায়। সেই চিরকুটের কারণেই এলাকাই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

এ দিকে, গতকাল দুপুরে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী

প্রেস ব্রিফিং এ বলেন, গত বৃহস্পতিবার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী কার্যলয়ে বোমা সাদৃশ্য বস্তুর খবর পেয়ে আমরা পরিদর্শন করি।

সেখানে একটি চিরকুট পাওয়া যায় যেটি আল-কায়েদা নামে লেখা। সেই সাথে ইলেকট্রিক সার্কিট যুক্ত বোমা সাদৃশ্য বস্তু। এ জন্য আমরা কোন ধরনের ঝুকি না নিয়ে উর্ধতন কতৃপক্ষের নির্দেশে বোম ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়।

গতকাল শনিবার তারা সেটি নিস্ক্রিয় করে। বোম ডিসপোজাল ইউনিটের তথ্য মতে এটি কোন বোমা ছিল না। বালি ভর্তি একটি প্লাসটিকের পাইপ ও এলোমেলো কিছু তারের সংযোগ। কে বা কারা আতঙ্ক তৈরির জন্য এটি করেছে। তবে কারা করেছে সেটি আমরা তদন্ত করে খুজে বের করবো।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জনস্বাথ্য প্রকৌশলী কার্যালয়ে একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খরব দেয় স্থানীয়রা। পুলিশ গত দুই দিন ধরে জায়গাটি ঘিরে রেখেছিল।

চুয়াডাঙ্গায় চিকিৎসকের অবহেলায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসকের দায়িত্বে অবহেলায় রাবেয়া খাতুন নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগে রোগীর স্বজনরা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শামীম কবীর ও দুই নার্সকে লাঞ্ছিত করেন।

গতকাল শনিবার দুপুরে হাসপাতালের ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, জীবননগর উপজেলার ধোপাখালী গ্রামের রাবেয়া খাতুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার রাতে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরদিন শনিবার সকালে জ্ঞান হারান তিনি।

এ সময় চিকিৎসকেরা তার হৃৎস্পন্দন না পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রোগীর স্বজনেরা। পরে বাকবির্তকতার এক পর্যায়ে সদর হাসপাতালের আরএমও ডা. শামীম কবির, নার্স আছিয়া খাতুন ও শিউলী পারভীনকে লাঞ্ছিত করেন তারা। পরবর্তীকালে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

নিহতের ছেলে তরিকুল ইসলামের অভিযোগ, তার মায়ের অবস্থা খারাপ হওয়ায় বারবার চিকিৎসকদের ডাকলেও তারা দ্রুত রোগীর কাছে আসেননি। এছাড়া রোগীকে দ্রুত অক্সিজেন দিতে বললে তারা এতেও অপারগতা প্রকাশ করে। এক পর্যায়ে তার মা রাবেয়া খাতুনের মৃত্যু হয়।

আরএমও ডা. শামীম কবির জানান, রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন শুনে তিনি ওয়ার্ডে ছুটে যান। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বৃদ্ধাকে মৃত ঘোষণা করেন তিনি। এরপরই ওই রোগির ছেলে তরিকুলসহ কয়েক স্বজন তাকে গালাগালি করেন এবং তাকেসহ দুই নার্সকে লাঞ্ছিত করেন।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, ঘটনার পরপরই তিনি হাসপাতালে উভয় পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করে বিষয়টি মীমাংসা করেন।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

মেহেরপুরে বোমা ভেবে দুইদিন ধরে পাহারাই বালি ভর্তি প্লাসটিক পাইপ

মেহেরপুর জন স্বাথ্য প্রকৌশলীর কার্যলয়ে বোমা ভেবে বালি ভর্তি বস্তুটি দুই দিন ধরে পাহারা দেওয়ার পর অবশেষে সেটি ধ্বংস করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে ঢাকা থেকে এন্টি টেরোরিজম ও কাউন্টার টেরোরিজম এর ইউনিট এসে সেটি নিস্ক্রিয় করে। এর আগে বোমা সাদৃশ্য বস্তুটিতে ইলেকট্রিক সার্কিট যুক্ত থাকায় স্থানীয় প্রশাসন ও পরে

র্যার এর একটি দল ঘটনা স্থল পরিদর্শন করে ফিরে যায়।

দুইদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঢাকা থেকে আসা কাউন্টার টেরোরিজম এর ইন্সপেক্টর কাউছার আলীর নেতৃত্বে একটি দল প্রায় ৩০মিনিট ধরে বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি ধ্বংস করে।
এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী প্রেস ব্রিফিং এ বলেন, গত বৃহস্পতিবার জন স্বাথ্য প্রকৌশলী কার্যলয়ে বোমা সাদৃশ্য বস্তুর খবর পেয়ে আমরা পরিদর্শন করি।

সেখানে একটি চিরকুট পাওয়া যায় যেটি আল-কায়েদা নামে লেখা। সেই সাথে ইলেকট্রিক সার্কিট যুক্ত বোমা সাদৃশ্য বস্তু। এ জন্য আমরা কোন ধরনের ঝুকি না নিয়ে উর্ধতন কতৃপক্ষের নির্দেশে বোম ডিসপ্রজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়।

আজ শনিবার তারা নেটি নিস্ক্রিয় করে। বোম ড্রিসপ্রজাল ইউনিটের তথ্য মতে এটি কোন বোমা ছিল না। বালি ভর্তি একটি প্লাসটিকের পাইপ ও এলোমেলো কিছু তারের সংযোগ। কে বা কারা আতঙ্ক তৈরির জন্য এটি করেছে। তবে কারা করেছে সেটি আমরা তদন্ত করে খুজে বের করবো।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জন স্বাথ্য প্রকৌশলী কার্যালয়ে একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খরব দেয় স্থানীয়রা। পুলিশ গত দুই দিন ধরে জায়গাটি ঘিরে রেখেছিল।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে ৮ কেজি গাঁজা সহ দু’জন পাচারকারি আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রাম থেকে ৮ কেজি গাঁজা সহ দু’ মাদক পাচারকারিকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কাজিপুর গোলাম বাজার থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো গাইবান্ধার গোবিন্দঞ্জ উপজেলার শ্রীতিপুর ছয়ঘরিয়া গ্রামের মোঃ ওয়ারেস মন্ডলের ছেলে মোঃ নয়ন মন্ডল (২৩) ও একই জেলার কয়া পাড়ার দক্ষিন ঘলিয়া এলাকার মো: শাহ জামালের ছেলে শাহ মুসলিম ওরফে তামিম (২৪)।

গাংনী থানা সুত্রে প্রকাশ, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পিরতলা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই অজয় কুমার সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে কাজিপুর গ্রামের গোলামবাজার এলাকায় দুজন মাদক পাচার কারি গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে এমন সংবাদে তাদের আটক করে।

এ সময় পাচারকারিদের নিকট থাকা ২টি ট্রাভেল ব্যাগে প্রতিটিতে ৪ কেজি করে ৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, আটককৃতরা ঢাকায় মাদক পাচারের উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছিল। এমন সয়ম আমাদের পুলিশ তাদের আটক করে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দিয়ে মেহেরপুর কোর্টে প্রেরণ করা হবে।

- গাংনী প্রতিনিধি

অবশেষে নিস্ক্রিয় করা হয়েছে বোমাটি

মেহেরপুর জন স্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সামনে পড়ে থাকা সার্কিটযুক্তযুক্ত বোমাটি দুইদিন ধরে পুরিশ ঘিরে রাখার পর আজ শনিবার সকালে নিস্ক্রিয় করা হয়েছে।

এর আগে রোববার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে ঢাকা থেকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের দু’টি দল মেহেরপুর আসে।

পরিদর্শক মোদাচ্ছের কাউছারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বোমা বিশেষজ্ঞ দল ও পরিদর্শক ইসরাফিল ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের অপর একটি তদন্ত দল ঘটনাস্থলে আসে। সকাল ৮টার দিকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের পরিদর্শক ইসরাফিল ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ৬ সদস্যের তদন্ত দল কাজ শুরু করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর পরিদর্শক মোদাচ্ছের

কাউছারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের বোমা বিশেষজ্ঞ দল বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটান। এসময় বিকট শব্দে এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

তবে মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন এটি বোমা ছিল না। সার্কিটের সঙ্গে ডিভাইস থাকায় নেগেটিভ-পজেটিভ এক হওয়ায় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটেছে। এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই কে কারা এ কাজ করেছে। ডিভাইসযুক্ত সার্কিটের ভেতর বালু ছিল।

তিনি আরও জানান, খুলনা বিভাগীয় পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন, তিনি পথে আছেন। এ বিষয়ে ১ টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান ফটকের পাশে একটি ব্যাগের মধ্যে ডিভাইসযুক্ত বোমাটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে থানা পুলিশ ওই দিন থেকেই ঘিরে রাখে ঘটনাস্থল। এর মধ্যে র্যাবের বোমা বিশেষজ্ঞ দল খুলনা থেকে এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তবে তাদের কাছে এ ধরনের বোমা নিষ্ক্রিয় করার কোনো যন্ত্র না থাকায় তারা ফিরে যান। পরে ঢাকা থেকে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের দু’টি বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে আসে। এদিকে বোমার ব্যাগটির পাশেই আনসারুল্লাহ ইসলামী জঙ্গি সংগঠন লেখা একটি চিরকুট পাওয়া যায়। সেই চিরকুটের কারণেই এলাকাই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

দর্শনায় সাংবাদিককে মারধরের ঘটনায় ৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর সভার দর্শনা হল্ট ষ্টেশনের সামনে এক সাংবাদিককে মারধর করেছে মাসুম বাহিনীর ক্যাডাররা।

অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে গত সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নির্বাহী ম্যাজিষ্টের

নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা হল্ট ষ্টেশনের সামনে।

এ সময় সাংবাদিক মুন্না ছবি তুলতে গেলে আফু জদ্দারের ছেলে রফিক, রুহুল ফকিরের ছেলে শরিফ রাজিব সুমন বাটাম দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করে সাংবাদিক মুন্না কে।

মুন্না বাদি হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় ৫ জনের বিরুদ্ধে লিথিত অভিযোগ দায়ের করেছে। আসামীরা শক্তিশালী হওয়ায় ভয়ে দিন কাটাচ্ছে সাংবাদিক মুন্না।

- দর্শনা প্রতিনিধি

ঝিনাইদহ হরিণাকুন্ডু উপজেলার ফলসী মিলন বাজারে অনুষ্ঠিত হল নবান্ন উৎসব

‘এসো মিলি সবে নবান্নের উৎসবে’ বর্নাঢ্য এই স্লোগানে নানা আয়োজনে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসব। হেমেন্তের নতুন ফসলের গন্ধে মতোয়ারা সবাই। এর মধ্যে ওঠে পিঠা উৎসব।

এ সময় পিঠার হরেক রকমের রুপ নেই। কৃষকের মুখে ফোটে হাসি। যেন মনে হয় ক্লান্ত চাষী এখন বিশ্রাম নিতে চলেছে। গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা, আবহমান গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য খেজুর রস সংগ্রহের জন্য গাছীদের গাছ কাটা, যান্ত্রিকতার যুগে হারিয়ে যাওয়া ঢেকিতে মহিলাদের ধান ভানা, কৃষকের আমন ধান ঘরে তোলার নানান আয়োজন আর গ্রামীণ গৃহিনীদের নানান রকম পিঠা পুলির আয়োজনে পালিত হয় এ নবান্ন উৎসব।

হাজারও নারী পুরুষের প্রাণচ্ছল উপস্থিতি উপজেলা প্রশাসনের এ আয়োজনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।
ঝিনাইদহের বিভিন্ন শিল্পীদের অংশ গ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উৎসবটিকে আরো প্রাণোবন্ত করে তোলে। আশে পাশের কয়েকটি গ্রামের হাজারও মানুষ বাঙালীর প্রাণের এ উৎসবে অংশ গ্রহণ করে। পারফলসী

গ্রামের ষাটার্দ্ধ আবু তাহের ও আব্দুস সামাদ বলেন বহু বছর পর এ উৎসব দেখে গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া নানান গ্রামীণ উৎসবের কথা মনে পড়ছে।

উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এ নবান্ন উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃষকের সাথে বাঙালীনায় প্রাণের এ উৎসব উপভোগ করেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ।

এ সময় সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, জেলা প্রশাসকের সহধর্মিণী শ্যামলী কুমার নাথ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক আরিফ-উজ-জামান, জেলা পরিষদ সচিব রেজা-ই-রাফিন সরকার, সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি রওশন আলী, ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম শিলু, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রেশমা আক্তার, ইউপি চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান, গোলাম মোস্তফা, মুনজুরুল আলম, কৃষি কর্মকর্তা আরশেদ আলী চৌধুরী সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দা নাফিস সুলতানা।

- হরিণাকুন্ড প্রতিনিধি

চিৎলায় আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি ও সেক্রেটারি কে সংবর্ধনা

গতকাল শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় চিৎলা ইউনিয়নের রুইথনপুর সাধুহাটি মোড়ে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানটি চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহ্ বাতেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ

সম্পাদক জনাব ইয়াকুব আলী মাস্টার।

উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান লাল্টু। উপস্থিত ছিলেন সম্বর্ধনা অতিথি আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব দেলোয়ার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মতিয়ার রহমান (ফারুক)।

আরো উপস্থিত ছিলেন নয়ন সরকার আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, যুগ্ন-সম্পাদক চিৎলা ইউনিয়ন জমির, মন্টু, দেলোয়ার হোসেন দীপু, শমসের মন্ডল, মোজাম, বেল্টু, শামীমা আক্তার, শামসুদ্দিন মল্লিক, আরজান সদ্দার, মতিয়ার রহমান, সোহেল শাহ প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারি কে ফুলের মালা ও ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক।

- চিৎলা প্রতিনিধি

গাংনীতে মিথ্যা মামলার অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীতে মিথ্যা মামলার অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে করমদি গ্রামের মৃত আফেল উদ্দিনের ছেলে মিন্নাত আলী।

গতকাল শুক্রবার বিকালে প্রেস হাউজের নিজস্ব অফিস কক্ষে তিনি সংবাদ সম্মেলনে স্ব-স্বাক্ষরিত লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

ভুক্তভোগী আব্দুল হান্নানের সহোদর ভাই করমদি গ্রামের মৃত আফেল উদ্দিনের ছেলে মিন্নাত আলী অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলনে জানান, তার ভাই আব্দুল হান্নানকে গাংনী থানা পুলিশের এস আই মেজবাহুর রহমান গ্রামের কিছু কু-অভিসন্ধি পরায়ন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিষিদ্ধ মাদক ফেন্সিডিল মামলায় জড়িত করেছে।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, আমার ভাই এ ধরনের কোন অন্যায় ও অবৈধ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত না। গত ০২/১১/২০১৯ ইং তারিখে আমাদের গ্রামের করমদি সাহাজিপাড়ার আমজাদ হোসেন শাহের ছেলে মিন্টু আলী শাহকে পুলিশ আটক করেন। মিন্টুর উদ্ধৃতি দিয়ে পরে আমার সহোদর ভাই আব্দুল হান্নানকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

মামলা নং-০৪ তারিখঃ ০২/১২/২০১৯ ইং ধারা- ২০১৮ সালের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ /আইনের ৩৬ (১) সারণীয় ১৪ (গ) /৪১ তে নাম লিপিবন্ধ করেছেন। যা সম্পুর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট।

তিনি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তার সহোদর ভাইয়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলার জোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি সংবাদিকদের আরো জানান, ইতিপূর্বে গাংনী থানার পুলিশ আমার ভাই আব্দুল হান্নানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও গাঁজার একটি মিথ্যা মামলা দিয়েছে যা সম্পুর্ণ মিথ্যা।

ওই মামলায় আমার ভাইকে জড়িত করায় আমার ভাই কয়েকজন পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন যাহা বর্তমানে আদালতে চলমান আছে।

- গাংনী প্রতিনিধি